* GOD AND TRUTH *

⇒ গান্ধীজীর শৈশব গুজরাটের জৈনধর্মের পরিবেশে এবং পারিবারিক বৈষ্ণব ধর্মের পরিবেশে গড়ে উঠেছে। গান্ধীজীর ঈশ্বর চেতনা তার শৈশবে মায়ের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। কিন্তু কৈশোরে অন্যসব কিশোরের মতো তিনিও নাস্তিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। লন্ডনে ব্যারিস্টার পড়ার সময় তিনি তার প্রথম গীতা পড়তে শুরু করেন। রাশিয়ান সাহিত্যিক তথা দার্শনিক লিও টলস্টয়ের (Leo Tolstoy) কথায়, রাস্কিনের (Ruskin) "Unto This Last" এই গ্রন্থটি "Thorau" দ্বারা তাঁর জীবন প্রভাবিত হয়েছিল, এবং গান্ধীজীর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সহজ ভাবে গড়ে উঠেছিল। ঈশ্বর ও সত্য সম্পর্কে আলোচনা বিষয়ে গান্ধীজীর জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে দুটি ভাগ আছে। যথা-

প্রথমত:⇒ জীবনের প্রথমভাগে তিনি বলেছিলেন ঈশ্বরই সত্য, কিন্তু এই বিশ্বাসের পিছনে গান্ধীজীর কোন সাক্ষাৎ অনুভূতি বা দর্শন ছিল না, গান্ধীজি বলেছিলেন — "তাঁকে আমি দেখিনি, তাঁকে আমি জানি না, কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বের যে বিশ্বাস তাঁকে আমি আপন করে নিয়েছি।" (সমগ্র আত্মজীবনী ও সত্যের প্রয়োগ)

ঈশ্বরই সত্য এই কথা বললে যে কোন ধর্মের বিশ্বাসীর কাছে বাক্যটি গ্রহনযোগ্য, কিন্তু যারা নাস্তিক তাঁরা এটিকে গ্রহন করতে পারবেন না। ঠিক এইভাবেই গান্ধীজি এইকথা ভেবেছিলেন কিনা তা বলা যায় না, কিন্তু পরবর্তী দার্শনিক সমালোচকরা এই মতবাদ পোষন করেন। গান্ধীজির আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের ব্যক্তি স্বরূপে তাঁর ততটা আস্থা ছিল না, যদিও গান্ধীজি মানুষের ভিতরেই ভগবানের অনুভব করেছিলেন, মানুষের মধ্যে এই ভগবানকে দেখা ব্যক্তি ঈশ্বরের বিশ্বাসের সঙ্গে এক নয়। আত্মজীবনীতে গান্ধীজি বলেছেন ঈশ্বরকে আমি ব্যক্তিরূপে ভাবি না, আমি মনে করি সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বর এবং তাঁর নিয়ম অভিন্ন, তিনি ও তাঁর নিয়ম সর্বত্র বিরাজ করছে এবং সবকিছু তিনি চালিত করছেন, গান্ধীজির কাছে ঈশ্বরের অন্বেষণ মানে ঈশ্বরের নিয়মের অন্বেষণ করা। ঈশ্বরের অনুভূতি বলতে গান্ধীজি কোন এক মুহূর্তে দৈবিক অভিজ্ঞতাকে বোঝাতে চাননি, তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই নিয়ম যার দ্বারা জীবনের সকল প্রকার কর্মে চালিত হওয়া

Scanned by CamScanner

সম্ভব, গান্ধীজী এই বোধে উন্নীত হয়েছিলেন যে ঈশ্বরের নিয়ম হলো প্রেরক নিয়ম এবং সত্যের আহ্বান। এই প্রেমের বিধান হল সত্যের বিধান। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সত্য এবং প্রেম এক, তবুও তিনি সত্য শব্দটির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর ঈশ্বর ছিলেন অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মের মতো। প্রথম জীবনে তিনি মনে করতেন ঈশ্বর অস্তিত্বশীল, কিন্তু ঈশ্বরের গুনের কথা শুনে মনে হয় তিনি অদ্বৈত বেদান্তের মত কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ যা কিছু আছে সবকিছুই অস্তিত্বশীল এবং সবকিছুই সৎ। তিনি মনে করেন ঈশ্বরই সত্য এবং সত্যই ঈশ্বর,

সত্যই ঈশ্বর- এর স্বপক্ষে যুক্তি :⇒ সত্যই ঈশ্বর বললে যারা বিরুদ্ধবাদী তারাও মেনে নেন। কারন সত্যকে কেউই অস্বীকার করেন না, ~~সত্যই~~ কাজেই বলা যায় সত্যই ঈশ্বর, একথা বলা যায়। প্রথমটি বললে অর্থাৎ ঈশ্বরই সত্য" অব্যাপ্তি দোষ দেখা যায়,

গান্ধীজীর জীবন পর্যালোচনা করলে দুটি দিক পাওয়া যায়, প্রথমতঃ সার্বিক দিক থেকে অর্থাৎ সার্বিক সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছেন; দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে তিনি সত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি আরো বলেছেন যেই সত্য জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু ঈশ্বরই সত্য বললে ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে নানারকম প্রশ্ন আসতে পারে, এক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় ঈশ্বরকে এক নামে ডাকেন আবার অন্য এক সম্প্রদায় ঈশ্বরকে অন্যনামে ডাকেন, কাজেই এতদিন যে তিনি জেনে এসেছিলেন ঈশ্বরই সত্য যা অনেকটা বেদান্তের ব্রহ্মের ~~ক~~ ন্যায়, গান্ধীজীর কাছে সেইটি ঠিক, তিনি কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়টিকে পাল্টে দিলেন, যেমন যদি বলা হয় সকল মানুষ হয় মরনশীল এটি সত্য বচন। কিন্তু উদ্দেশ্য ও বিধেয়র স্থান পরিবর্তন করে " সকল মরনশীল জীব হয় মানুষ" — এই বচনটি সত্য নয়, এটিতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, সেইরকম "ঈশ্বরই সত্য"-এই বাক্যটির দ্বারা নাস্তিকের মনে অব্যাপ্তির ধারনা জন্মাবে, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তাঁর কাছে ঈশ্বরই সত্য নয়, কিন্তু সত্যই ঈশ্বর বললে পারে উদ্দেশ্য ও বিধেয়পদ ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে দোষের আবির্ভাব হয়; যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না অথচ সত্যবাদী তিনিও কিন্তু সত্যকেই তার জীবনের আরাধ্য বলে মনে করেন, অতএব নাস্তিকের যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়

Scanned by CamScanner

নে এবং আস্তিক ব্যক্তির ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সত্য সম্পর্কে নাস্তিকরাও বিরোধীতা করতে পারেন না, এবং আস্তিকদেরও সত্যকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ সত্য হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে ঈশ্বরের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসই এসে একসঙ্গে মিলিত হয়। এইজন্য গান্ধীজী "God is truth" থেকে "Truth is God" এ উপনীত হয়েছিলেন, কারন সেখানে ঈশ্বর ও সত্য ব্যক্তিই সমান। গান্ধীজীর সত্যটা অনেকটাই কান্টের দর্শনের মতোন।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে গান্ধীজী "সত্য" বলতে কি বুঝিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এককথায় বলা যায় সত্য বলতে তিনি বিবেকের নির্দেশকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ বিবেক মানুষকে যে পথে চালিত করে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সত্য বিবেকের ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন রকম হতে পারে, এখানে গান্ধীজীকে আমরা দেখি যা বলেছেন তার সঙ্গে কিন্তু অনেকেরই মতের মিল আছে। গান্ধীজী বলেছেন এই সত্যকে মানুষ বিভিন্নভাবে জানতে পারে। ঈশ্বরকে যেমন মানুষ বিভিন্ন নামে ডাকেন তেমনি সত্যকেও নানাভাবে নানাজনের কাছে প্রকাশিত। যে মানুষ সত্যকে যেমনভাবে দেখে সে তেমনই আচরন করেন। যদি তার সত্যদর্শনে কোথাও ভুল থাকে তাহলে অন্তর থেকেই তার পথও চলে আসবে।

এই সত্যের পথে চলার জন্য গান্ধীজী বলেছেন যা প্রথম দরকার তা হল বিনয় অর্থাৎ অহংকার ত্যাগ করা। যিনি বিনয়ী নন তিনি কখনোই সত্যনিষ্ঠ হতে পারেন না। এই সত্যনিষ্ঠ পদটির দ্বারা গান্ধীজী সেই জায়গাটিকেই নির্দেশ করেছেন যেখানে সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় আসছে। অর্থাৎ গান্ধীজীর মতে ~~সত্যই হল প্রথম এবং প্রাথমিক~~ তিনি কখনোই সত্যের আবিষ্কার করতে পারবেন না যার মধ্যে বিনয়ের অভাব আছে বা অহংকার আছে। নিজের জ্ঞান-গরিমা ও ক্ষমতার সবরকম অহমিকাকে যিনি ত্যাগ করতে পারবেন, তিনিই একমাত্র সত্যের অনুসন্ধানের প্রকৃত অধিকারী।

Scanned by CamScanner